বড় ধরনের নির্মাণ ত্রুটির কারণে চরমপন্থীরা দেয়াল ভেঙ্গে পালাতে পেরেছে

পুলিশ গুলি করে একজনকে ধরেছে॥ ৫ রক্ষী সাসপেন্ড

জনকণ্ঠ রিপোর্ট॥ চুয়াডাঙ্গা কারাগারের নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার মেয়াদ এক বছরও পূর্ণ হয়নি। এর মধ্যে চরমপন্থীরা কারাগারের সেলের দেয়াল ভেঙ্গে পালাতে সক্ষম হয়েছে। বড় ধরনের নির্মাণ ত্রুটির কারণে অতি সহজে চরমপন্থী সন্ত্রাসীরা কারাগারের দেয়াল ভাঙতে পেরেছে বলে ধারনণা করা হচ্ছে। এদিকে বৃহস্পতিবার রাতে কারাগারের দেয়াল ভেঙ্গে পালানো ৪ চরমপন্থীর মধ্যে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শনিবার একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত হামিদ বাহিনীর প্রধান হামিদ লস্কর (৫২) ৪৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী। অপর তিনজনকে গ্রেফতারের জন্য অভিযানের পাশাপাশি ছবিসহ লিফলেট বিতরণ ও স্থানীয় কেউ যেন আশ্রয় না দেয় এজন্য প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এ ছাড়া সীমান্তসহ সর্বত্র ছবিসহ বিস্তারিত তথ্য পাঠিয়ে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ঘটনার পর কারা অধিদফতর থেকে দেশের অন্য কারাগারগুলোতে পাঠানো হয়েছে বিশেষ বার্তা। শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে দেশের সব কারাগারে বিশেষ দরবার।

শনিবার সকালে পুলিশ পলাতক ৪ জনের মধ্যে হামিদকে চুয়াডাঙ্গার সদর উপজেলার ছয়মরিয়া সিরাজের বাড়ি ঘেরাও করে আটক করে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে হামিদ লস্কর বাড়ির পিছন দিক দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশ তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে ওসি তাকে ঝাপটে ধরে ফেলে। পরে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পাশপাশি অপর তিন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যরা।

আইজি প্রিজন্স ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাকির হাসান শনিবার জনকণ্ঠকে বলেন, ইতোমধ্যে ৫ জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া চুয়াডাঙ্গা কারাগারের নির্মাণ সম্পর্কে বলেন, গত নবেম্বর মাসে কারাগারটি উদ্বোধন করা হয়। পিডব্লিউডি-এর অধীনে এর নির্মাণকাজ করা হয়। হয়তো কোন ত্রুটির কারণে সন্ত্রাসীরা সহজে দেয়াল ভাঙতে পেরেছে। আজ রবিবার রাতে রাজশাহীর ডিআইজি প্রিজন্স মেজর হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের রিপোর্ট দেয়ার কথা রয়েছে। রিপোর্ট পেলে আরও বিস্তারিত জানা যাবে।

অপরদিকে কারা অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা কারাগারের দেয়াল ভেঙ্গে ৪ চরমপন্থী পালানোর পর দেশের কারাগারগুলোতে নেয়া হয়েছে বাড়তি সর্তকর্তা। চিঠি দিয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের জন্য জানানো হয়েছে। সব কারাগারে বাড়ানো হয়েছে গোয়েন্দা নজরদারি। শনিবার কারাগারগুলোতে বসে বিশেষ দরবার। যেখানে বন্দীরাও উপস্থিত থাকে। যেখানে নানান দিক নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া কারাগারগুলোর সেলের দেয়াল বা রডে কোন ধরনের সমস্যা আছে কিনা তা আবার নতুন করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এ ছাড়া দীর্ঘমেয়াদী সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের প্রতি বিশেষ নজরদারি করা হচ্ছে। সাধারণত এদেরই পালানোর মানসিকতা বেশি। তবে কারাগার সূত্র তাদের সীমাবদ্ধতা বিশেষ করে লোকবল সঙ্কটের কথাও বলেছেন। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন, চুয়াডাঙ্গা কারাগারের কথা, যেখানে দায়িত্ব পালন করছেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি কারাগারে বাড়তি দায়িত্ব পালন করছেন। এ রকম লোকবলের সঙ্কট বিভিন্ন কারাগারে রয়েছে। এ ছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় কারারক্ষীও অনেক কম রয়েছে। দেশের বিভিন্ন কারাগারে রয়েছে ভিআইপি বা ভিভিআইপি বন্দী। রয়েছে বিশেষ কারাগার। সব মিলিয়ে কারাগার কর্তৃপক্ষকে পোহাতে হচ্ছে নানান ঝামেলা।

সেই সঙ্গে চুয়াডাঙ্গার কারাগারের সেল থেকে সব সন্ত্রাসীকে ওয়ার্ডে সরিয়ে আনা হয়েছে। ঘটনার পর গঠিত পৃথক দু'টি কমিটির মধ্যে একটি তদন্ত কমিটি তদন্ত শেষ করে শনিবারও প্রতিবেদন দাখিল করেছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে গঠিত দুই সদস্যের কমিটিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত শেষ করতে বলা হয়েছিল। চুয়াডাঙ্গা কারাগারের ভারপ্রাপ্ত সুপারিনটেনডেন্ট ও ম্যাজিস্ট্রেট শহিদুল ইসলাম জানান, তদন্ত প্রতিবেদন পরীক্ষার পর কর্তব্যে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হবে।

এদিকে আমাদের চুয়াডাঙ্গা সংবাদদাতা জানান, পলাতক আসামীদের গ্রেফতার করতে সাঁড়াশি অভিযান চলছে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ পলাতকদের ছবিসহ লিফলেট বিতরণ করেছে। কেউ যেন এদের আশ্রয় না দেয় এজন্য সাধারণ জনগণকে আহবান জানানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য গত বৃহস্পতিবার রাতে রাত পৌনে ২ টায় জেলা কারাগারের সেলের দেয়াল ভেঙ্গে চরমপন্থী চার ক্যাডার হামিদ লস্কর, আশিকুর রহমান টগর, আক্তারুজ্জামান সোহাগ, জোরাপ আলি বাচ্চু পালিয়ে যায়। এরা সবাই দাগী ও সাজাপ্রাপ্ত আসামী।